Md. Hamaddur Rahman Library

অধ্যাপক গোলাম আযম

بسم الله الرحمن الرحيم

ভাষা আন্দোলন, গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম নেতা হিসাবে অধ্যাপক গোলাম আযম বাংলাদেশের একটি সুপরিচিত নাম। গত সত্তুরের নির্বাচনে তথাকথিত জাতীয়তাবাদী সয়লাবের মধ্যেও তাঁর আদর্শবাদী নেতৃত্ব তাঁকে জনপ্রিয়তার উচ্চশিখরে সমাসীন করে। আদর্শনিষ্ঠ জননেতা হিসেবে তিনি সকল মহলেই একটা বিশিষ্ট স্থান করে নিয়েছেন। অথচ তদানীন্তন স্বৈরাচারী সরকার বে-আইনীভাবে তাঁর জন্মগত অধিকার—নাগরিকত্ব কেড়ে নেয় এবং বর্তমান সরকার টাল-বাহানা করে তার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে না দেয়ায় জনমনে প্রচণ্ড ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে।

জন্ম ও বংশ পরিচয়

অধ্যাপক গোলাম আযম ১৯২২ সালের ৭ই নভেম্বর মঙ্গলবার (বাংলা ১৩২৯ সালের ৫ই অগ্রহায়ণ) ঢাকা শহরের লক্ষ্মী বাজারস্থ বিখ্যাত দ্বীনি পরিবার—শাহসাহেববাড়ী (মিঞা সাহেবের ময়দান নামে পরিচিত) মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম মাওলানা গোলাম কবির এবং মাতার নাম সাইয়েদা আশরাফুন্নিসা। তাঁর পিতামহ ছিলেন মাওলানা আব্দুস সোবহান। তাঁদের আদি নিবাস কুমিল্লা জিলার নবীনগর থানাধীন বীরগাঁও গ্রামে। অধ্যাপক আযমের পিতা পরবর্তীকালে ঢাকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। মাতুল বংশের দিক দিয়ে অধ্যাপক গোলাম আযম ঢাকার ঐতিহ্যবাহী শাহ সাহেব পরিবারের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর মাতামহ ছিলেন মরহুম শাহ সৈয়দ আঃ মোনয়েম।

শিক্ষা জীবন

আলীগড় আন্দোলনের পর মুসলমানগণ সাধারণ ভাবে ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি গ্রহণ করলেও, ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ চাইতেন তাদের ছেলে মেয়েরা সেই সাথে প্রয়োজনীয় ধর্মীয় শিক্ষাও লাভ করুক। এরা নিউ-স্কীম শিক্ষা পদ্ধতিকে মন্দের ভাল হিসেবে গ্রহণ করেন। অধ্যাপক

www.pathagar.com

আযমের পিতা-মাতাও তাঁদের সন্তানের মাধ্যমিক শিক্ষা এ পদ্ধতিতেই সম্পন্ন করান। ১৯৩৭ সালে তিনি প্রথম বিভাগে জুনিয়ার পাশ করেন। ১৯৪২ সালে তিনি হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করেন। ১৯৪৪ সালে তিনি ১০ম স্থান অধিকার করে প্রথম বিভাগে আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৬ সালে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি. এ. পাশ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কৃতিত্বের সাথে রাষ্ট্র বিজ্ঞানে এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন।

ছাত্র রাজনীতি

তিরিশ এবং চল্লিশের দশক ছিল উত্তপ্ত রাজনৈতিক ঝড়ো হাওয়ায় পূর্ণ। বৃটিশ, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে তখন ত্রিমুখী সংঘাত। বৃটিশ ও হিন্দুদের মোকাবিলায় সেটা ছিল মুসলমানদের অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রাম। এ সংগ্রামের দুর্ভেদ্য ঘাটি ছিল তদানিন্তন পূর্ববাংলা—আজকের বাংলাদেশ। আর বাংলাদেশের প্রাণকেন্দ্র ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সুতরাং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেক ছাত্রই সেদিন মুসলমানদের স্বাধীকার আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। অধ্যাপক গোলাম আযম ছিলেন এঁদের প্রথম সারির একজন। ১৯৪৫-৪৬ সালে যখন তিনি বি. এ. ক্লাশের ছাত্র, তখন বই-খাতা রেখে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে পড়েছিলেন বৃহত্তরের আহ্বানে। নিখিল বংগ মুসলিম লীগের পূর্বাঞ্চলীয় নেতা মরহুম শামছুল হকের নেতৃত্বে তিনি প্রচার কাজে মাণিকগঞ্জ মহকুমা ব্যাপকভাবে সফর করেন। জাতির আশা আকাঙ্খা থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় নিজের ক্যারিয়ার বিল্ডিং তিনি করতে চাননি। তাই বলে তিনি আবার শিক্ষাঙ্গন থেকেও নিজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেননি। তাই দেখা যায় ১৯৪৬ সালের উত্তপ্ত পরিবেশেও তিনি বি. এ. পরীক্ষা দিচেছন এবং পাশও করছেন।

ঢাকস্থতে গোলাম আযম

জাতির আশা আকাঙ্খার সাথে একাত্মতাবোধ তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে সর্বত্র প্রথম সারির একজন নেতা হিসেবে সক্রিয় রেখেছে। ১৯৪৬ সাল থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নেতা হিসেবে সবার প্রিয় ছিলেন। ১৯৪৬-৪৭ সেসনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক মুসলিম হল সংসদের জেনারেল সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯৪৭-৪৮ সেসনে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন। পরবর্তী সেসনে অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালে তিনি এই পদে পুনঃনির্বাচিত হন। তিনি যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জি, এস, তখন অরবিন্দ ঘোষ ছিলেন ভি, পি,।

ভাষা আন্দোলনে

উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে তদানীন্তন পূর্বপাকিস্তানে যে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়, অধ্যাপক গোলাম আযম ছিলেন সে আন্দোলনের অন্যতম। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তানের তৎকালীণ প্রধান মন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এলেন ঢাকায়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সমাবেশে প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রিত হলেন। সেই ছাত্র সমাবেশে অধ্যাপক আযমই তাঁকে বাংলাকে রাষ্ট্র ভাষার মর্যাদা দেয়ার দাবী সম্বলিত স্মারক লিপি প্রদান করেন এবং সেটা পাঠ করেন। ছাত্র নেতা হিসেবে তিনি সে সময় অনেক সভা সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করেন এবং নেতৃত্ব দেন। সেই সময় পুরানো ঢাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের একটা মিছিল ভাষা আন্দোলন বিরোধী ক্রুদ্ধ জনতা কর্তৃক একদিন ঘেরাও হয়ে পড়েছিল। সেদিন গোলাম আযমের সাহসিকতা ও বাগ্মীতা ছাত্রদের রক্ষা করে ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করার পরও ভাষা আন্দোলনে তিনি তার সক্রিয় কর্মতৎপরতা বজায় রাখেন। রংপুর কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনা কালে ভাষা আন্দোলনে অংশ গ্রহণের অপরাধে ১৯৫২ সালের ৭ই মার্চ তিনি গ্রেপ্তার হন এবং রংপুর জেলে তাকে আটক করে রাখা হয়। জেলে থাকা কালে ঐ একই অপরাধে তাঁকে চাকুরীও হারাতে হয়। কিন্তু তাঁকে পুনর্বহালের জন্য কলেজ ছাত্রদের অবিরাম ধর্মঘটের ফলে কতৃপক্ষ তাঁকে পুনর্বহাল করে চাকুরীতে যোগদানের জন্য আহ্বান জানাতে বাধ্য হন।

কর্মজীবনে গোলাম আযম

রংপুর কারমাইকেল কলেজে চাকুরী গ্রহণের মধ্যদিয়েই অধ্যাপক আযমের কর্ম জীবনের শুরু। তিনি ১৯৫০ সালের ৩রা ডিসেম্বর থেকে ১৯৫৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত রাষ্ট্র-বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হিসেবে রংপুর কারমাইকেল কলেজে কর্মরত ছিলেন। ইচ্ছা করলে তিনি এই শিক্ষকতা পেশার মধ্যে দিয়ে নিরিবিলি নির্ঝঞ্ঝাট ও স্বচ্ছল জীবন-

www.pathagar.com

যাপন করতে পারতেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তা ছিল না। জাতির আশা আকাঙ্খার সাথে তাঁর একাত্মতাবোধ এবং জাতীয় স্বার্থে কাজ করার ব্যাকুলতা তাঁকে শিক্ষাঙ্গন থেকে রাজনৈতিক অংগণে টেনে নিয়ে আসে।

সাহিত্য ক্ষেত্রে গোলাম আযম

অধ্যাপক গোলাম আযম সাংবাদিকতা ও সাহিত্য প্রতিভারও অধিকারী। ১৯৫৮ সালের এপ্রিলে তিনি দৈনিক ইত্তেহাদের সম্পাদনা বোর্ডের চেয়্যারম্যানের দায়িত্ব নেন। পত্রিকা বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। তিনি সম্পাদকীয় সহ বিভিন্ন কলামে নিয়মিত লিখতেন। বিভিন্ন বিষয়ের উপর তিনি বেশ কিছু বইও লিখেছেন। এগুলোর মধ্যে *"A guide to the Islamic Movement," "Solution to Islamic Economics problem,"* "পাকিস্তানে আদর্শের লড়াই" "নবী জীবনের আদর্শ," "বিশ্ব নবীর জীবনে রাজনীতি" পাকিস্তান আমলে লিখিত। লণ্ডনে থাকাকালীন সময় তিনি "বাঙালী মুসলমান কোন পথে?" শীর্ষক একটি বই লিখেন। বাংলাদেশেও তার বেশ কিছু বই প্রকাশিত হয়। এ গুলোর মধ্যে, "বাংলাদেশে ইসলামী আন্দোলন" আধুনিক পরিবেশে ইসলাম ও বিশ্ব নবীর চরিত্র গঠন পদ্ধতি অন্যতম। 'আমার দেশ বাংলাদেশ' শীর্ষক তাঁর একটি গ্রন্থের ছাপার কাজ চলছে। তিনি পত্র পত্রিকাতেও বরাবর লিখে আসছেন। দৈনিক সংগ্রামের উপসম্পাদকীয় কলামে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে প্রায়ই তার লেখা প্রকাশিত হয়।

তবলীগ জামাত ও তমদ্দুন মজলিসে গোলাম আযম

কারমাইকেল কলেজে অধ্যাপনার সময়েই তিনি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি তবলীগ জামাতে শরীক হন। ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৫ সাল পর্যন্ত তিনি তবলীগ জামাতের রংপুর জেলার আমীর ছিলেন। ১৯৫২ সালে তবলীগ জামাতে থাকাকালীন সময়েই তিনি তমদ্দুন মজলিসের সাথে জড়িত হন। তবলীগ জামাতে যেহেতু ইসলামের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দিকের কর্মসূচী অনুপস্থিত ছিল তাই তিনি এ অভাব পূরণের প্রয়াসেই তমদ্দুন মজলিসে শরীক হয়ে ছিলেন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল পর্যন্ত তিনি তমদ্দুন মজলিসের রংপুর জেলার প্রধান ছিলেন।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান

তমদ্দুন মজলিস ও তবলীগ জামাত অধ্যাপক আযমের দ্বীনের পূর্নাঙ্গ রূপ-সন্ধানী মনকে পরিতৃপ্ত করতে পারেনি। এই সময়েই জামায়াতে ইসলামীর সাথে অধ্যাপক আযমের পরিচয় ঘটে। তিনি যা খুঁজছিলেন তারই সন্ধান জামায়াতে ইসলামীর মধ্যে পেয়ে গেলেন। ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবন তথা রাজনীতি, অর্থনীতি, এক কথায় ইসলামী জীবন ব্যাবস্থর সব দিক নিয়েই জামায়াতে ইসলামীর আন্দোলন। জামায়াতে ইসলামী দ্বীন ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা চায়। ১৯৫৪ সালের ২২শে এপ্রিল তিনি গাইবান্ধায় মুত্তাফিক (সহযোগী সদস্য) হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর সাথে শরীক হন। সদস্য হন তিনি ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে। আন্দোলনের স্বার্থে তিনি এ সময় চাকুরীও ছেড়ে দেন।

সাংগঠনিক প্রতিভা, নিষ্ঠা ও নিরলস পরিশ্রম গুণের কারণে তাঁর উপরে সাংগঠনিক দায়িত্ব দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে তিনি রাজশাহী বিভাগীয় জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারী হন। এর এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে তিনি পূর্বপাক জামায়াতের সহকারী সেক্রেটারীর দায়িত্ব লাভ করেন। এই বছরেই তাকে রাজশাহী বিভাগীয় আমীরের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হয়। একই সালের নভেম্বর মাসে আবার তিনি পূর্ব-পাক জামায়াতে ইসলামীর জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। একাধিক্রমে দীর্ঘ ১০ বছর তিনি এই দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৬৯ সালে তিনি পূর্ব-পাক জামায়াতে ইসলামীর আমীর নির্বাচিত হন।

কারাগারে গোলাম আযম

মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা হলেও ইসলাম সেখানে নিরাপদ ছিল না। ফলে জামায়াতে ইসলামী নানা প্রকার নির্যাতন নিপিড়নের শিকার হয়। ১৯৬৪ সালে আইউব খান জামায়াতে ইসলামীকে বে-আইনী ঘোষণা করেন এবং জামায়াত নেতৃবৃন্দকে জেলে নিক্ষেপ করেন। স্বাভাবিকভাবে জামায়াতে ইসলামীর সাথে অধ্যাপক গোলাম আযমকেও জেল জুলুমের শিকার হতে হয়। ১৯৫৫ সালে গভর্ণর শাসনের সময় তাকে গ্রেপ্তার করে জেলে নিক্ষেপ করা হয়। হেবিয়াস কর্পাস আবেদনের মাধ্যমে জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। ১৯৬৪ সালে জামায়াতে ইসলামী বে-আইনী ঘোষিত হবার পর তাঁকে পুনরায় গ্রেপ্তার করে লাহোর জেলে রাখা হয়। দুমাস

www.pathagar.com

পর ছাড়া পেয়ে তিনি ঢাকা বিমান বন্দরে এসে নামলে আবার তিনি গ্রেপ্তার হন। এবার তিনি ছ'মাস ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক থাকেন। পরে ঢাকা হাই কোর্টে হেবিয়াস কর্পাসের মাধ্যমে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

গনতান্ত্রিক আন্দোলনে গোলাম আযম

জামায়াতে ইসলামীর নেতা হিসেবে অধ্যাপক গোলাম আযম জনস্বার্থের সব আন্দোলনেই সব সময় শামিল থেকেছেন এবং প্রথম সারির একজন নেতা হিসেবে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেছেন। আইয়ুব খানের স্বৈরাচারী শাসনের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য গঠিত পি, ডি, এম, (পাকিস্তান গণতান্ত্রিক আন্দোলন) এর পূর্বাঞ্চালীয় সেক্রেটারী জেনারেল ছিলেন অধ্যাপক গোলাম আযম। এর আগে সম্মিলিত বিরোধী দলীয় মোর্চার (COP) এর তিনি ছিলেন প্রথম সারির নেতা। পি, ডি, এম, এর পর গঠিত হয় ডেমোক্রেটিক এ্যাকশন কমিটি (DAC)। পি, ডি, এম, এবং ডাক এর আন্দোলনই শেখ মুজিবকে জেল থেকে বের করে আনে। ডাক এর অন্যতম নেতা হিসেবে অধ্যাপক আযম রাওয়ালপিণ্ডিতে অনুষ্ঠিত রাউণ্ড টেবিল কনফারেন্স (RTC) এর অন্যতম পূর্বাঞ্চলীয় প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন।

সত্তরের নির্বাচন এবং তারপর

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতে ইসলামী ছিল আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বি। আভ্যন্তরীন ও বৈদেশিক নীতি সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে অধ্যাপক আযমের প্রবল মত পার্থক্য ছিল কিন্তু নির্বাচনের পর তিনিই সর্ব প্রথম নির্বাচিত শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবী জানান এবং নির্বাচিত সংখ্যাগুরু দলের নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ভুট্টোর বিরোধিতার তীব্র সমালোচনা করেন। কিন্তু পাকিস্তানের দুই অঞ্চলে নির্বাচন বিজয়ী দুই আঞ্চলিক দল এবং পাকিস্তান দরদের সোল এজেন্ট সেজে বসা সামরিক সরকার এই তিনের ত্রিমুখী সংঘর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্ভব হলো না। এর ফলে সারা দেশে এক জটিল এবং ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হলো। গণতন্ত্রে উত্তরণের উষালগ্নে ক্ষমতা হস্তান্তরের পরিবর্তে সামরিক সরকার ২৫শে মার্চ রাতে সামরিক

www.pathagar.com

অভিযান পরিচালনা করলো। ভীত সন্ত্রস্ত জনতার মাঝে জীবনের নিরাপত্তাবোধ এবং দেশে আইন শৃংখলা ফিরিয়ে আনার জন্য অধ্যাপক আযমের সেদিনের বলিষ্ঠ ভূমিকা সর্বজনবিদিত। নিরীহ জনতার উপর টিক্কা-খানের সামরিক নির্যাতনের বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম সোচ্চার কন্ঠে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন।

প্রবাসে গোলাম আযম

অধ্যাপক আযমকে বাধ্য হয়ে দীর্ঘদিন দেশের বাইরে থাকতে হয়। জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্য তিনি ১৯৭১ সালের ২২শে নভেম্বর লাহোরে যান। সম্মেলন শেষে ডিসেম্বরের তিন তারিখে করাচী থেকে ঢাকা রওয়ানা হন। কিন্তু ভারতীয় বিমান বাহিনীর বোমা বর্ষনে বিধ্বস্ত ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ সম্ভব না হওয়ায় বিমানটি পথ পরিবর্তন করে জেদ্দা চলে যায়। উল্লেখ্য বিমানটি করাচী বিমান বন্দরেও নামতে পারেনি। পরে তিনি করাচী ফিরে আসেন।

বাংলাদেশের সাথে যোগাযোগ এবং দেশে ফিরে আসার জন্য তিনি ১৯৭২ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান থেকে লণ্ডন যাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু ভুট্টো সরকার তাঁকে যাবার পথে বাধা দেয়। এমনকি তাঁকে হজ্জে যাওয়ার পথেও প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তিনি খবরের কাগজে বিবৃতি দিয়ে এই জুলুমের প্রতিবাদ করেন। অবশেষে তিনি হজ্জে যাওয়ার অনুমতি পান। হজ্জের জন্য তিনি সেই যে পকিস্তান থেকে বের হন এরপর তিনি আর পাকিস্তানে ফিরে যাননি।

হজ্জ শেষ করে তিনি দুবাই, আবুধাবী, কুয়েত, বৈরুত ও লিবিয়া সফর শেষে ১৯৭৩ সালের এপ্রিলে লণ্ডন পৌঁছেন। কিন্তু তিনি সেখান থেকে দেশে ফিরবার আগেই তদানিন্তন বাংলাদেশ সরকার অন্যায়ভাবে তার নাগরিকত্ব বাতিল করেন (এপ্রিল ১৯৭২)। শুরু হয় তার ছিন্নমূল নির্বাসিত জীবন।

১৯৭৬ সালের ১৮ই জানুয়ারী বাংলাদেশ সরকার এক প্রেসনোটে বলেন, যাদের নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা নাগরিকত্ব ফিরে পেতে ইচ্ছুক তাদেরকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাবরে আবেদন করতে হবে। এই প্রেসনোট প্রকাশিত হওয়ার সংগে সংগে তিনি লণ্ডন থেকে নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকার সমীপে আবেদন করেন। কিন্তু

www.pathagar.com

এর কোন উত্তর তিনি পাননি। ১৯৭৭ সালের ১২ই জানুয়ারী তিনি পুনরায় প্রধান সামরিক প্রশাসক বরাবরে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন পেশ করেন। এর তিন মাস পরে বাংলাদেশ সরকার এক চিঠিতে তাঁর নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিতে অস্বীকৃতি জানান। ১৯৭৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী তিনি পুনরায় নাগরিকত্ব ফিরে পাওয়ার জন্য বাংলাদেশ সরকারের কাছে আবেদন করেন। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার ২০শে মার্চ আগের মতই নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করে তাঁর কাছে একটি চিঠি পাঠান। এমতাবস্থায় বাধ্য হয়েই তাঁকে তিন মাসের ভিসা নিয়ে তাঁর নিজ দেশে আসতে হয়।

গোলাম আযমের দেশে প্রত্যাবর্তন

১৯৭৮ সালের ১১ ই জুলাই তিনি দেশে আসেন। দেশে এসেই তিনি যথানিয়মে নাগরিকত্বের জন্য পুনরায় আবেদন করেন। কিন্তু কোন উত্তর তিনি পাননি। ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে গেলে মেয়াদ আরও তিন মাস বৃদ্ধির জন্য তিনি আবেদন করেন। মাত্র এক মাস মঞ্জুর হয়। পুনরায় দু'মাস মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করেন। এরও কোন উত্তর তিনি পাননি। ভিসার পূর্বোক্ত একমাস মেয়াদ শেষ হওয়ার মাত্র তিন দিন আগে তাঁকে জানানো হয়—'তার আবেদন মঞ্জুর হয়নি।' এমতাবস্থায় তিনি পুনরায় নাগরিকত্বের দরখাস্ত সহ নাগরিকত্ব না হওয়া পর্যন্ত ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধির আবেদন করেন। কিন্তু এবারও একমাস মঞ্জুর করে বলে দেয়া হয় ১০ই ডিসেম্বরের (১৯৭৮) মধ্যে তাঁকে অবশ্যই বাংলাদেশ ত্যাগ করতে হবে। এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে তিনি স্বয়ং প্রেসিডেন্টের কাছে নাগরিকত্ব পুনর্বহাল না হওয়া পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থানের অনুমতি প্রার্থনা করেন। তিনি এ আবেদন করেন ১৯৭৮ সালের ২৮শে নভেম্বর তারিখে। এই আবেদনে তিনি সুস্পষ্ট ভাবে ঘোষণা করেন ঃ—

(ক) সকল বিচারে আমি একজন বাংলাদেশী। পাকিস্তানী পাসপোর্টে বাংলাদেশে আসতে বাধ্য হলেও আমি পাকিস্তানী নাগরিক নই।

(খ) গত ছ'বছরে আমি পাকিস্তানে যাইনি।

(গ) আমার কোন সম্পত্তি পাকিস্তানে নেই।

(ঘ) বাংলাদেশের বাইরে আমার কোন সম্পদ সম্পত্তি নেই।

(ঙ) আমার স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি বাংলাদেশী নাগরিক।

(চ) আমার মরহুম পিতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া যে সম্পত্তি বাংলাদেশে রয়েছে সেটাই আমার একমাত্র সম্পত্তি।

www.pathagar.com

অধ্যাপক গোলাম আযম এখনও তার নাগরিকত্ব ফিরে পাননি। তাঁর প্রতিক্ষার প্রহর এখনও শেষ হয়নি। এপর্যন্ত গোটা দেশ থেকে শত শত বিবৃতির মাধ্যমে হাজার হাজার আইনজীবি, শিক্ষক, সাংবাদিক, আলেম, কৃষক, শ্রমিক ও সর্বস্তরের জনগণ তার নাগরিকত্ব পুনর্বহালের দাবী করেছেন। পত্রিকার সম্পাদকীয় ও উপসম্পাদকীয় কলামেও দাবীর প্রতি জোরালো সমর্থন দিচ্ছেন। এই দাবীর পরিধি ক্রমেই বাড়ছে।

অধ্যাপক গোলাম আযম এই দেশকে ভালোবাসেন, এই দেশের মানুষকে ভালোবাসেন, সর্বোপরি তিনি এ দেশের মুসলিম জনগণের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ব্যাপারে আপোষহীন। তিনি সমগ্র অন্তর দিয়ে অনুভব করেন যে, ইসলামই এখানকার মানুষের নিরাপত্তার গ্যারান্টি সম্মান ও সমৃদ্ধির একমাত্র চাবি-কাঠি। এই কথা তিনি দেশের বাইরে অবস্থান কালেও কখনও ভুলে থাকেননি।

বাংলাদেশে তখন ভারতীয় আধিপত্য জেঁকে বসেছিল। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ এদেশের মুসলমানদের ঘাড়ে চেপে বসে তাদেরকে স্ব-ধর্ম ও স্ব-আদর্শ থেকে দূরে সরিয়ে নেবার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিল। অধ্যাপক গোলাম আযম নির্বাসনে থাকাকালে সউদী আরবের বাদশাহ ফয়সল সহ ইসলামী বিশ্বের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাত করে বাংলাদেশের দরিদ্র মুসলমানদের প্রতি সহায়তার হস্ত প্রসারিত করার জন্য আবেদন করেন। যাতে করে ভারতীয় আধিপত্যবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিপেক্ষতা বাদের অসহনীয় বোঝা থেকে তারা মুক্ত হতে পারে। ভারতীয় আধিপত্যের অধীন বাংলাদেশের মুসলমানদের ভবিষ্যত সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বের ইসলামী নেতৃবৃন্দ, শিক্ষাবিদ ও বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে চরম হতাশা নেমে এসেছিল। অধ্যাপক গোলাম আযম তাদের সাথে বিভিন্ন ভাবে সাক্ষাত করে বাংলাদেশী মুসলমানদের অপ্রতিরোধ্য ঈমানী তেজ ও ধর্মভীরুতার কথা উল্লেখ করে তাদেরকে আশান্বিত করেছেন এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদেরকে মনোযোগী করে তুলেছেন। মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশকে পরিচিত ও মর্যাদা বৃদ্ধি করার ব্যাপারে অধ্যাপক আযমের এই ভূমিকা খুবই কল্যানকর প্রমানিত হয়েছে।

—×—

www.pathagar.com

সাংবাদিক সাক্ষাৎকার

(অধ্যাপক গোলাম আযমের '৭১ এর ভূমিকা সম্পর্কে ২৪শে ফেব্রু-য়ারী ১৯৮০ সালে দৈনিক সংগ্রামে যে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারটি প্রকাশিত হয়, হুবহু এখানে তা তুলে ধরা হলো)।

প্রশ্ন ঃ কোন কোন মহল আপনাকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে অভিযোগ উত্থাপন করেছে, এ সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ?

উত্তর ঃ "যখন বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আলাদা হয়ে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলো, তখন স্বাধীন বাংলাদেশকে আমি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি। বাংলাদেশ হওয়ার পর এ পর্যন্ত আমার কোন আচরণ বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বলে প্রমাণ করার কারো ক্ষমতা নেই।" সুতরাং শুধু '৭১-এর ভূমিকার কারণেই আমাকে এদেশের স্বাধীনতার বিরোধী বলে গালি দেয়া অযৌক্তিক।

'৭১-এ আমার যে ভূমিকা ছিলো তা আমার একার ছিল না। এদেশে সবকটা ইসলাম পন্থী দল এবং লক্ষ লক্ষ সক্রিয় ইসলাম পন্থী লোক এই ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হলেও আজ বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে তারাই সবচেয়ে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার পরিচয় দিচ্ছে।

অবিভক্ত ভারতে ইংরেজ ও কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম জাতীয়তার পক্ষে যে ব্যাপক আন্দোলন হয়েছিল তার ফলেই ভারত বিভাগ হলো। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলো। এ আন্দোলনকেই উপমহাদেশে মুসলমানদের স্বাধীনতা আন্দোলন বলে গ্রহণ করে মুসলিম ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী, ওলামা সকলেই অংশগ্রহণ করেন। সোহরাওয়ার্দী ভাসানী, শেখ মুজিব, তাজুদ্দিন, নজরুল ইসলাম এবং আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতৃবৃন্দও এ আন্দোলনের নিষ্ঠাবান নেতা ও কর্মী হিসেবে অংশ নেন। আওয়ামী লীগ পাকিস্তানকে পরাধীন দেশ মনে করতো না। স্বাধীন দেশ মনে করতো। ৬ দফাকে স্বাধীনতার দাবী বলেনি বরং স্বায়ত্তশাসনের দাবী বলেছে।

অত্যন্ত দুঃখজনক যে, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক সরকার ছিল না। গণতান্ত্রিক সরকার কায়েমের জন্যে রাজনৈতিক দলগুলো সংগ্রাম করেছে। আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথেই আমি 'কপ' 'পিডিএম' ও 'ডাক'-এ 'গণতন্ত্রের' জন্যে আন্দোলন করেছি। আজীবন যারা গণতান্ত্রিক আন্দো-

www.pathagar.com

লনে শরীক হয়েছেন তারা আওয়ামী লীগের সাথে ১৯৭১ সালে একমত না হয়ে থাকলে কোন ক্রমেই স্বাধীনতা বিরোধী হতে পারে না। তাকে বড়জোর রাজনৈতিক মতপার্থক্য বলা যেতে পারে।

"বাংলাদেশ আন্দোলনে যারা অংশ গ্রহণ করলো এবং যারা অংশ গ্রহণ করলোনা বা ভিন্নমত পোষণ করলো তাদের সম্পর্কে মরহুম আবুল মনসুর আহমদ এত বলিষ্ঠ ও যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন যা আমি বললে হয়তো রাষ্ট্রদ্রোহী বলে আমাকে শাস্তি পেতে হতো। রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণে প্রতিপক্ষকে দেশদ্রোহী হিসেবে চিত্রিত করার চিরাচরিত প্রথা সাময়িকভাবে গুরুত্ব পেলেও স্থায়ীভাবে তা গুরুত্ব পেতে পারে না।"

আওয়ামী লীগ আজ সেকুলারিজমের ধারক ও দ্বি-জাতিত্বের বিরোধী, মূলত তার রাজনীতির সূচনা হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ নামে। '৫৪ সালের নির্বাচনেও আওয়ামী মুসলিম লীগ ছিল। মুসলিম শব্দটি বর্জন ও যুক্ত নির্বাচন সমর্থন করে মুসলিম জাতীয়তা থেকে বিচ্যুত হওয়ার প্রয়োজন তখন মনে করা হলো যখন শেরে বাংলা, ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত যুক্তফ্রন্টে বিভেদ সৃষ্টি হলো এবং ব্যালেন্স অব পাওয়ার এসে গেল আইন সভার অমুসলিম সদস্যদের হাতে। সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে পরিচালিত আওয়ামী মুসলিম লীগকে অমুসলিম সদস্যরা সাম্প্রদায়িক দল বলে মনে করতেন বলেই তাঁরা শেরেবাংলা ও আবুহোসেন সরকারের সাথে হাত মিলালেন। আওয়ামী লীগ 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিয়ে ক্রমে ইসলাম ও মুসলিম জাতীয়তা থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে গেল। সুতরাং কোন ইসলামপন্থী দল বা ব্যক্তি যদি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ইসলামের ভবিষ্যৎসম্পর্কে আস্থাশীল হতে না পেরে থাকে, এজন্যে তাদের রাজনৈতিক গালি দেয়া যেতে পারে, দেশের স্বাধীনতা বিরোধী বলার কোন যৌক্তিকতা নেই।

ইসলামপন্থী যে সব দল ও ব্যক্তি স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারতের সহযোগীতায় আস্থা স্থাপন করতে পারেনি বা সহযোগিতাকে ইসলাম ও মুসলমাদের জন্যে কল্যাণময় বলে বিশ্বাস করতে পারেনি এবং তদানিন্তন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বে আস্থা স্থাপন করতে পারেনি আজ তাদের কোন্ কার্যকলাপ বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্যে বিপদজনক হয়ে দাঁড়িয়েছে? বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার আশংকা কোন্ দিক থেকে? আমি বিশ্বাস করি বাংলাদেশের মুসলমানরা ভারত রাশিয়া সহ সবার সাথে বন্ধুত্ব বজায় রেখে আযাদী নিয়ে বাঁচতে চায়। তবুও একথা বলা যায়, বাংলাদেশের স্বাধীনতার উপর আঘাত আসার সবচেয়ে বেশী আশংকা ভারত ও রাশিয়ার

www.pathagar.com

পক্ষ থেকে। রাশিয়া আফগানিস্তান দখল করার পর এখানে রুশপন্থীদের আচরণে এ আশংকা আরো বৃদ্ধি পেয়েছে।

'৭৫ সালের আগস্টের পর যারা এদেশ থেকে পালিয়ে ভারতে আশ্রয় নিয়ে আবার ভারতের সাহায্য নিয়ে এদেশে ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করেছে এবং এখনো করছে বলে শোনা যায়, তাদের সম্পর্কে জনগণের মধ্যে কি ধারণা বিরাজ করছে? যদি ভারত ও রাশিয়ার যোগসাজশে স্বাধীনতাকে বিপন্ন করার সামান্যতম সন্দেহ ও ইসলামপন্থীদের করা না যায়, তাহলে কোন্ যুক্তিতে ইসলামপন্থীদেরকে দেশের স্বাধীনতার জন্যে বিপদজনক বলে মনে করা হবে?

বর্তমানে ইসলামপন্থী দল ও নেতৃবৃন্দ যদি এমন কিছু করছে বলে প্রমাণিত হয় যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সামান্যতমও ক্ষতিকর তবে তা জনগণের সামনে উপস্থাপিত করা হোক। তা না করে যদি '৭১-এর ভূমিকার কারণেই তাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে গালি দেয়া হয় তাহলে সেটা 'রাজনৈতিক ভোতা অস্ত্র' ছাড়া আর কোন সংজ্ঞায় পড়ে না।

ভারত বিভাগ ছিল একটি রাজনৈতিক প্রশ্ন। কংগ্রেসের সাথে মুসলিম লীগের মত পার্থক্য ছিল। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তান দু'দেশ হওয়ার পর ভারতে মুসলিম লীগ নেতাদেরকে এবং পাকিস্তানে কংগ্রেস নেতাদেরকে স্বাধীনতা বিরোধী এবং দেশদ্রোহী আখ্যায়িত করা হয়নি। '৭১ সালে আমার যে ভূমিকা ছিল তা রাজনৈতিক মতপার্থক্যের কারণেই। এ প্রসঙ্গে আমি শেরে বাংলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরতে চাই। ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব তিনিই উত্থাপন করে ছিলেন অথচ ১৯৪৬ সালে পাকিস্তান ইস্যুতে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের মনোনীত প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা এবং শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে থাকা সত্ত্বেও জনগণ তাঁকে দেশদ্রোহী বলেনি। বরং তিনি পরবর্তী সময়ে যুক্তফ্রন্টে নেতৃত্ব দেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর নিযুক্ত হন। অথচ তাঁর রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ তাঁকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' বলে গালি দিয়েছে।

পাকিস্তান সরকার সোহরাওয়র্দীকে 'দেশদ্রোহী বলে' ঘোষণা করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে কোলকাতায় ফিরে যেতে বাধ্য করে। কিন্তু তিনিই পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সুযোগ লাভ করেন। বলিষ্ঠ ও যোগ্য রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের মোকাবেলা করার প্রয়োজনে দুর্বল নেতারা এ ধরনের রাজনৈতিক গালির আশ্রয় নিয়েছে সব সময়ই। আমার

www.pathagar.com

কথা বাদ দিন। যারা '৭১-এ একই সাথে একই দলে কাজ করেছিলেন, তারাই আজ পরস্পরকে দেশদ্রোহী; স্বাধীনতার শত্রু ইত্যাদি গালি দিচ্ছেন।

প্রশ্ন—আপনার বিরুদ্ধে আরও অভিযোগ যে, আপনি নাকি আবার বাংলাদেশকে পাকিস্তান বানাতে চান ?

উত্তর—যদি ভৌগলিক দিক দিয়ে বাংলাদেশ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থাকতো, তাহলেও এ সন্দেহ করার একটা যুক্তি ছিল। দু'দেশের মাঝখানে বিরাট একটা দেশ। দেশটা একদেশ থাকতেই এক রাখা যায়নি। এ সত্ত্বেও একথা পাগলেই বলতে পারে কিন্তু পাগলেও তা বিশ্বাস করবে না।

প্রশ্ন—গত কিছুদিন পত্র-পত্রিকায় আপনার সম্পর্কে বিভিন্ন কথা প্রকাশিত হচ্ছে। এ সম্পর্কে আপনার মন্তব্য কি ?

উত্তর ঃ যারা লিখছে তারা কোন্-পন্থী দেশের জনগণেরই তা বিচার্য। তাদের দ্বারা দেশের স্বাধীনতা কতটুকু নিরাপদ সেটাও জনগণ দেখবে। গত ১ বছর ৮ মাসের মধ্যে আমি কোথায়ও কোন রাজনৈতিক বক্তব্য রাখিনি। কোন জনসমাবেশে দেশের রাজনীতি নিয়েও আলোচনা করিনি। এ সময়ের মধ্যে দেশে আমি কোন সফর করিনি।

এ পর্যন্ত দু'টি সীরাত মাহফিলে বক্তৃতা করেছি। কেউ বলুক আমার কোন্ কথাটি আপত্তিকর হয়েছে, দেশ ও জাতির জন্যে ক্ষতিকর হয়েছে প্রমাণ করুক। নারায়ণগঞ্জে তমদ্দুন একাডেমী আয়োজিত সিরাত মাহফিলে বক্তৃতা দেয়ার পর থেকে যেভাবে আমার বিরুদ্ধে লেখালেখী হচ্ছে তাতে আমার এ বিশ্বাসই দৃঢ় হয়েছে যে, পত্র-পত্রিকায় যে মহল হৈচৈ শুরু করেছে তাদের পরিচয়ই আমার সান্ত্বনার জন্যে যথেষ্ট। রসূলুল্লাহ (সঃ)-এর যে আদর্শকে এদেশে আমি বাস্তবায়িত দেখতে চাই, তারা এর বিরোধী হওয়ার কারণেই আমার বিরোধীতা করছে।

কিন্তু সেটাকে দোষ হিসেবে পেশ করার কোন উপায় নেই বলে আমাকে দেশবাসীর কাছে হেয় করার এ অপচেষ্টা চালাচেছ।

প্রশ্ন ঃ পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে আপনাকে যেসব হুমকি দেয়া হচেছ তাতে আপনার প্রতিক্রিয়া কি ?

উত্তর ঃ দেশের আইন-শৃঙ্খলার অবস্থা এ থেকে কিছুটা আঁচ করা যায়। দেশে একটা সরকার কায়েম আছে এবং আমি যে এদেশে আছি সরকার তা জানে। দেশে আসার পর প্রায় দেড় বছর হতে যাচেছ নাগরিকত্বের জন্যে আনুষ্ঠানিক আবেদন জানানো হয়েছে। এ অবস্থায়

www.pathagar.com

আকারে পত্রিকায় লিখে হত্যার হুমকি দেয়ার কোন নজীর আমার না নেই। যারা আমাকে দেশ থেকে তাড়াবার জন্যে সরকারের কাছে দাবী জানাচেছন তারা যদি দেশ-প্রেমের কারণেই এটা করে থাকেন তাহলে আমার কিছু বলার নেই। বর্তমানে দেশে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যে, একদল আরেক দলকে দেশদ্রোহী, স্বাধীনতা বিরোধী ইত্যাদি অপবাদ দিচেছ, উদ্দেশ্যমূলকভাবে হামলা করা হচেছ। এটা আমাদের দেশের একটা রাজনৈতিক রেওয়াজে পরিণত হয়েছে, আমিও এটাকে সে হিসেবেই গ্রহণ করেছি। এটা কোন ক্রমেই মঙ্গলজনক নয়। প্রতিপক্ষকে যুক্তি ও তথ্যের ভিত্তিতে মোকাবেলা করা দরকার।

প্রশ্ন ঃ নাগরিকত্ব সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি ?

উত্তর ঃ নাগরিকত্ব মানুষের জন্মগত অধিকার। এটা সর্বত্র স্বীকৃত এবং কোন সরকারেরই নাগরিকত্ব হরণ করার এখতিয়ার নেই। যত বড় অন্যায়ই কেউ করুক দেশের আইন দ্বারা সর্বোচ্চ শাস্তি দেয়া যেতে পারে। কিন্তু কোন অন্যায়ের জন্যেই নাগরিকত্ব হরণ করা যেতে পারে না। তবু অতীতের সরকার এ অন্যায় আদেশ দিয়েছে। সেজন্যে আমি আইনগত দিক পূরণের উদ্দেশ্যে আমার নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে ১৯৭৬ থেকে ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত বিদেশে থেকেই স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে এবং দেশের প্রেসিডেন্টের কাছে বারবার দরখাস্ত পাঠিয়েছি। দেশে এসে আবার যথাযথ নিয়মেই দরখাস্ত দিয়েছি। আমার পক্ষ থেকে নাগরিকত্ব বহাল করার ব্যাপারে যতটুকু করণীয় ছিলো তা করার পর আমি এদেশের নাগরিক নই একথা বলার কোন যৌক্তিকতা থাকে না।

যাদের নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছিল যদি তাদের কাউকে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে না দেয়া হতো তাহলে এর একটা যুক্তি ছিল। যারাই নাগরিকত্ব চেয়েছে, দেয়া হয়েছে। আমি ছাড়া চেয়েছে অথচ নাগরিকত্ব দেয়া হয়নি এমন কেউ নেই।

আমি সরকারের উপর কোন চাপ সৃষ্টি করছি না। এমনকি যে দু'টো সিরাত মাহফিলে আমার উপস্থিতিতে নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দেয়ার শ্লোগান দেয়া হয়েছে সেখানে এর প্রয়োজন নেই বলে সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ না করার জন্যে আমি তাদের বলেছি। সরকার কি কারণে নাগরিকত্ব বহাল করতে বিলম্ব করছেন তা আমি জানি না।

প্রশ্ন ঃ বাংলাদেশে ফিরে আসার পূর্বে আপনি কোথায় কিভাবে কাটিয়েছেন ?

www.pathagar.com

উত্তর ঃ জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে যোগ দেয়ার জন্যে আমরা কয়েকজন '৭১-এর ২২শে নভেম্বর লাহোর যাই। দু'জন নভেম্বরেই চলে আসেন। ডিসেম্বরের তিন তারিখে আমি করাচী থেকে ঢাকা রওয়ানা হই। ভারতের উপর দিয়া পাকিস্তানের বিমান চলাচল নিষিদ্ধ ছিল বলে কলম্বো হয়ে ঢাকা আসতে হতো। কলম্বো হয়ে আসতে ৬ ঘন্টা সময় লাগতো। কিন্তু আমাদের বিমানটি সাড়ে চার ঘন্টার সফর হয়ে যাওয়ার পর আবার কলম্বো ফিরে গেল। কারণ তখন ঢাকায় যুদ্ধ চলছিল এবং ভারতীয় বিমান বাহিনী ঢাকা বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করায় ঢাকায় অবতরণ সম্ভব ছিল না। বিমানটি করাচীতে ফিরে যেতে না পেরে পথ পরিবর্তন করে জেদ্দা চলে গেল। পরে পাকিস্তানে ফিরে লন্ডনে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এক বছর পর্যন্ত ভুট্টো আমাকে পাকিস্তান থেকে কোথাও যাওয়ার অনুমতি দেননি। '৭২ সালে হজ্বের উদ্দেশ্যে মক্কায় যাই। এরপর আর পাকিস্তানে যাইনি। বিদেশে থাকাকালে পত্রিকা মারফত জানতে পারলাম যে, আমার নাগরিকত্ব বাতিল করা হয়েছে। সে কারণে আমাকে বাধ্য হয়েই পাকিস্তানী পাসপোর্ট ৭ বছর ব্যবহার করতে হলো।

হজ্ব পরবর্তী ৬ বছর আমি প্রধানত লন্ডনে কাটিয়েছি এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে দুনিয়ার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ পেয়েছি। বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ধর্মনিরপেক্ষতাকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করায় ঐ সব সম্মেলনে বাংলাদেশে ইসলামের ভবিষ্যৎ বিপন্ন মনে করাই স্বাভাবিক ছিল।

এ বিভ্রান্তি দূর করার জন্য বিদেশে অবস্থানকালে যেখানেই গিয়েছি সেখানে আমি বাংলাদেশে ইসলামকে কোন শক্তি দাবিয়ে রাখতে পারবে না এবং এখানকার মুসলমানরা ইসলামের বিরুদ্ধে কিছু বরদাশত করতে রাজী হবে না বলে মুসলিম বিশ্বকে নিশ্চয়তা দিয়েছি। তবে যাতে সংবিধান থেকে সেকুলারিজম প্রত্যাহার করা হয় এবং ইসলামের কাজ করতে যেসব বাধা আছে তা দূর করা হয় সে উদ্দেশ্যে মুসলিম জাহান ও ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের কাছে তদানীন্তন বাংলাদেশ সরকারের উপর চাপ প্রয়োগের আবেদন জানিয়েছি।

প্রশ্ন—যারা আপনাকে স্বাধীনতা বিরোধী বলে অভিহিত করছে, তাদের উদ্দেশ্যে আপনার কিছু বলার আছে কি ?

www.pathagar.com

উত্তর—তাঁরা যে দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন আমিও সে দেশে জন্মেছি। এদেশের ভালোমন্দ কিসে এ সম্পর্কে আমাদের পারস্পরিক মত পার্থক্য থাকতে পারে। দেশে এখন বহু মত পথ হয়ে গেছে। বাংলাদেশে ইসলামের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হোক—এটা আমি চাই। এ নিয়ে মতপার্থক্য হতে পারে। যারা আমার বিরোধিতা করছেন তাঁদেরকে অনুরোধ করবো যেন তাঁরা ইসলামকে জানার চেষ্টা করেন। এ আদর্শের জন্যে তাঁরা যদি কাজ করেন তাহলে তাঁদের সাথে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হইনি বলেই আমি স্বাধীনতা বিরোধী, এ চিন্তা থেকে তারা বিরত হবেন বলে আমি আশা করি।

আমি সবার প্রতি এ আহ্বান জানাচ্ছি যে, ইসলাম কোন দল বা ব্যক্তির নিজস্ব সম্পত্তি নয়। আল্লার দ্বীনের প্রতিষ্ঠার উপর এদেশের স্বাধীনতা ও অগ্রগতি সম্পূর্ণ নির্ভরশীল বলে আমি বিশ্বাস করি। তাদেরকেও সে মহান আদর্শ গ্রহণ করার জন্যে দাওয়াত দিচ্ছি এবং আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি।

প্রশ্ন—এ মুহূর্তে দেশবাসীর উদ্দেশ্যে কোন্ কথাটি বলার প্রয়োজন মনে করছেন ?

উত্তর—বিশ্বের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ এলাকা দু'টো জোনে বিভক্ত। একটা সিন কিয়াং থেকে মৌরিতানিয়া পর্যন্ত, দ্বিতীয়টি ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়া নিয়ে গঠিত। এ দু'টি জোন থেকে ভৌগলিক দিক দিয়ে বিচ্ছিন্ন একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্র এই বাংলাদেশ। বাংলাদেশের চারিদিকে যদি কয়েকটি দেশ থাকতো তাহলে কোন একটির সাথে সংঘর্ষ হলেও অন্যটির সহযোগিতা আশা করা যেতো। কিন্তু সাড়ে তিন দিকেই এমন একটি দেশ দ্বারা বেষ্টিত যে দেশটি থেকে এদেশের স্বাধীন সত্তা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন। জনগণের মধ্যে ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার 'জয়বা' ও মুসলিম চেতনাবোধ এবং বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীতে ইসলামী জেহাদের প্রেরণাই এদেশের স্বাধীনতার একমাত্র রক্ষাকবচ। এ কারণে বাংলাদেশের সর্বস্তরের জনগণের প্রতি ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার আকুল আবেদন জানাই।

—×—

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রকাশনায় ঃ

মওলানা আবদুল জব্বার

গ্রাম ঃ বন্‌দিগাহ্‌

পোঃ ঃ কলাদিয়া

মোমেনশাহী

মূল্য পঞ্চাশ পয়সা

www.pathagar.com